প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, রবিবার, ০৪ কার্তিক ১৪২১, ১৯ অক্টোবর ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় মন্ত্রী,
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবার সরকার গঠনের পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আজকেই আমার প্রথম পরিদর্শন। আপনাদের সাথে মতবিনিময়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জানা। পাশাপাশি সরকার আপনাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে সে সম্পর্কেও অবহিত করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন মানুষের মৌলিক অধিকার। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির ভিত্তি।

স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করা এবং কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতি ও দক্ষ জনবলের অভাব সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু সেই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী তিনি ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষককের পদ সরকারি করেন।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর কমিশনের অন্যান্য সুপারিশমালা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

সহকর্মীবৃন্দ,

জাতির পিতার আজীবন-লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়া। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যাকে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে পরিণত করার ব্রত নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action প্রণয়ন করেছে। সে অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা।

কিন্তু আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ২০১৪ সালের মধ্যেই এ লক্ষ্য অর্জনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ২০১১ সালের মধ্যেই বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি আমরা নিশ্চিত করেছি।

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরেপড়ার হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এজন্য দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

২০০৫ সালে ঝরেপড়ার হার ছিল ৪৭.২ শতাংশ। ২০০৭ সালে তা বেড়ে গিয়ে ৫০.৫ শতাংশ হয়। আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে ২০১৩ সালে তা ২০.৪ শতাংশে নেমে আসে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য আমরা বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০১০ সালে সকলের সাথে আলোচনা করে একটি যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছি। এতে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক পর্যায় হতে শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত ও সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে আমরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি।

২০১৩ সাল থেকে শতভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এজন্য সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরও একজন করে শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ শেষে পিএসসি এবং অষ্টম শ্রেণী শেষে জেএসসি পরীক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যেই আমরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করেছি, যা মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও শিক্ষা আইন অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

ছাত্র-ছাত্রীদের সুষম মূল্যায়নের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের সঙ্গে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (UPEP) আমরা বাসত্মবায়ন করছি।

প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী করে ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধসহ শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছি।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩ এর আওতায় আমরা আরও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ; ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ; বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় নলকূপ স্থাপন; ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আলাদা টয়লেট নির্মাণ; নতুন ইউআরসি ভবন নির্মাণ; এবং কক্সবাজারে একটি লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য আমরা শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

সকল শিক্ষার্থীকে আদর্শ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি।

গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ সালের এপ্রিল মাস হতে প্রতি কিস্তিতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লাখ হতে বৃদ্ধি করে ৭৮ লাখ ৫০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। আমরা প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করছি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ঝরেপড়া রোধ এবং পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য ২৯ লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতি স্কুল দিবসে পুষ্টিমানসম্পন্ন বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে প্রতি স্কুলেই শিশুদের জন্য মিড-ডে মিল চালু করা হবে।

পড়াশুনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে।

এছাড়াও ২০১১ সাল হতে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সহকর্মীবৃন্দ,

২০১০ সাল হতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কাউন্সিল গঠন করা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুকাল থেকে শিশুরা যাতে অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, শিক্ষকমন্ডলীকে সহায়তা প্রদান এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি উপযোগী শতভাগ শিশুর ভর্তি ও ঝরেপড়া রোধে সহযোগিতা - ইত্যাদি কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠ উপস্থাপনের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল শিক্ষকের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়নে সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন প্রশিক্ষণের পরিবর্তে ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন কোর্স চালু করা হয়েছে।

এ ছাড়াও স্কুল পরিচালনা পরিষদের সদস্যসহ শিক্ষক ও কর্মকর্তা/কর্মচারিদের আইসিটি বিষয়ক এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণি হতে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করার পাশাপাশি সহকারি শিক্ষকদের বেতন স্কেলও উন্নী্ত করা হয়েছে।

বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষকদের মর্যাদা উন্নীত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্য নিরসনে ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ের ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করার ঘোষণা আমি দিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় ধাপে মোট ২৫ হাজার ২৪২টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত ২২ হাজার ৯৪৫টি বিদ্যালয়ের ৯০ হাজার ৩৬৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করার আদেশ জারি করা হয়েছে। অবশিষ্ট শিক্ষকদের জন্য আদেশ জারির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া, বাদবাকী বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

শিক্ষকরাই তাঁদের নীতি ও আদর্শ দিয়ে দেশের প্রতিটি শিশুকে দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। শিশুদের মাঝে নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারেন। তাদের মাঝে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করে দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

এ জন্য আপনাদের উদ্যোগী হতে হবে। যাতে শিক্ষকগণ কাজে উৎসাহ পান, প্রত্যেকটি শিশুকে যাতে নিজের সন্তানের মত আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন, সে বিষয়ে আপনাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শহর বা গ্রামের মধ্যে যাতে বৈষম্য না ঘটে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে বিশ্বের সকল দেশেই সমাদৃত হয় এ জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

এ লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বছরের শুরুতেই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষকের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ যাতে নিজ মেধার চর্চা করে স্বীয় কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার ছাপ রাখেন সেজন্য তাঁদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। তাঁদের কাজের উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি বছর শেষে প্রত্যেক শিক্ষকের যোগ্যতা যাচাই করে তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

এ ধরনের ব্যবস্থা থাকলে শিক্ষকরা সম্মানিত বোধ করবেন এবং এরফলে ভালমানের শিক্ষক হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা হিসেবে আপনারাই কেবল একটি দক্ষ শিক্ষা প্রশাসন সৃষ্টি করতে পারেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আরও নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার জন্য আমি আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি। সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...